স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল প্রবর্তিত "তাম্বুলি সমাজ" সহ একীভূত
তাম্বুলি মহাসম্মেলনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

তাম্বুলি-হিতৈষী

নীহাররঞ্জন স্মরণ সংখ্যা

১৩৭৯

'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি'

জন্ম—১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯

মৃত্যু—১১ই মার্চ, ১৯৭২

: সংকলন :

শ্রীসুশান্ত কুমার দে   শ্রীদেবদাস দাঁ

: সম্পাদিকা :

শ্রীমতী কৃষ্ণকল্পনা দত্ত. এম, এস, সি

Scanned with OKEN Scanner

তাম্বুলি-হিতৈষী

"নীহার স্মৃতি সংখ্যা"

সম্পাদকীয়			১
ন ব্রুয়াৎ সত্যম প্রিয়ম		নীহার রঞ্জন সিংহ	২
সব দেখাতে সঙ্গ দে	(কবিতা)	,,	৪
তুই মা আমার সঙ্গে আছিস	,,	,,	৫
আমার অহংকার	,,	,,	৬
সূর্য কলঙ্ক	,,	,,	৭
নিত্য সত্য	,,	,,	৯
জন্মান্তরের বাণী	,,	,,	১০
সবিতা	,,	,,	১১
একা	,,	,,	১২
স্বর্গ রাজ্যে	(গল্প)	,,	১৩
মহাসম্মেলন কর্তৃক প্রদত্ত শ্রদ্ধাভিনন্দনের অনুলিপি			১৫
কাব্য-প্রাণ স্মরণে	(স্মৃতিচারণ)	ডাঃ বিষ্ণুপদ নন্দী	১৬
কবি সম্বর্দ্ধনা		সূর্যকিশোর সেন	১৮

Scanned with OKEN Scanner

সম্পাদকীয়

সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের অংশীদার, আপামর বালবৃদ্ধের সাথী, সাহিত্য রসিক সুধীজনের কবি, গ্রাম বাংলার বড় আদরের ছেলে আমাদেরও একান্ত প্রিয়ভাষী কবি নীহার রঞ্জন সিংহ আর নেই।

রুদ্ধকণ্ঠে বেদনাশ্রুভরা চোখে কম্পিত লেখনী হাতে নিয়ে নীহার স্মৃতি সংখ্যায় সম্পাদকীয় লিখছি। তাই এই মুহূর্তে আমার লেখনী আজ প্রিয়জন হারানোর বেদনায় ভাষাহীন। ফেলে আসা স্মৃতি বার বার পেছন ফিরে তাকাতে চাইছে। তবু কোন সন্দেহ নেই নীহার হীন সমাজ আজ রত্ন হারানোর বেদনায় মগ্ন। মহাসম্মেলনের বেদী থেকে (বিশেষতঃ তাম্বুলী হিতৈষীর ক্ষেত্রে) আজ যে আলোকবর্ত্তিকা সরে গেল তার ফলে আমাদের অসহায় সন্ধ্যার অন্ধকারের মত অবশ্যই কিছুদিনের মত যে ম্রিয়মাণ পরিবেশ সৃষ্টি হল তা প্রতি মুহূর্তেই স্মরণ করিয়ে দেবে যে কাব্যপ্রাণ নীহার রঞ্জন আর নেই—মহাসম্মেলনের সংহতি বজায় রাখার অনলস যোদ্ধা—তাম্বুলি হিতৈষীর প্রাক্তন সম্পাদক, বিদগ্ধ সাহিত্যিক কঠিন কর্ম্মব্রতের সেই পুরোধা আজ অনুপস্থিত। নীহার তিরোধান মহাসম্মেলনের তথা বিদগ্ধ সাহিত্য সমাজে এক মহান ব্যক্তিত্বের তিরোধান—মহাসম্মেলনের ইতিহাসে একটি অধ্যায়ের উপসংহার। অজাতশত্রু নীহার রঞ্জন কাব্য প্রতিভার প্রসন্ন প্রভাত সূর্যে একদিন যে যাত্রা শুরু করেন যৌবনের রশ্মিতে চলার পথকে প্রদীপ্ত করে জীবনের গোধূলিতে পরিপূর্ণ হয়ে অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছে বিদায় নিলেন সকলের কাছ থেকে। কাব্য জীবনে এই প্রয়াণ নিশ্চয়ই নীহার ব্যক্তিত্বের প্রয়াণ নয়, কারণ বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত কবি হৃদয় স্মরণ করবে কবি নীহার এখনো আছেন এবং তিনি চিরকালের প্রেরণা হয়েই থাকবেন। শুধু এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেই নয়, কবি নীহারের স্বপ্নকে কুণ্ঠাহীন ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাস্তবায়ণের জন্য যদি আমরা সমবেত ভাবে শপথ নিতে পারি তবেই নীহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন হবে পরিপূর্ণ ও স্বার্থক। জাতি মহৎ হবে—অঙ্গীকার সফল হবে—নীহারের স্বপ্ন কৃতার্থ হবে।

প্রার্থনা করি প্রিয় কবি নীহারের স্মৃতি স্বজাতি মনে জাগ্রত হোক—বিংশ শতাব্দীর অবিনশ্বর কবি প্রতিভার আলোকবর্ত্তিকায় আমাদের যাত্রা পথ শুভ হোক—পরম সুহৃদ আমাদের প্রিয় কবির উদ্দেশ্যে কবির অপ্রকাশিত কবিতা ও গল্পের মাধ্যমে আমরা আজ অন্তরের অকৃত্রিম ও পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

Scanned with OKEN Scanner

ন ব্রুয়াৎ সত্যম্ প্রিয়ম্

কাব্যপ্রাণ—নীহার রঞ্জন সিংহ

[বাংলা সাহিত্যে যখন 'মিনি'র যুগ শুরু হয় তখন কাব্যপ্রাণ এই মিনি গল্পটি সৃষ্টি ক'রে স্থানীয় যুবা ও সুধীজনের প্রশংসা লাভ করেন।]

দেশের নাম সুফলাং। নদীর নাম সুজলাং। রামরাজ্যেও অজন্মা হয়। দুর্ভিক্ষ হয়। শিশু মৃত্যু হয়। অবিচারে শম্বুকের হয় মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু সুফলাং রাজ্যে এসব হয় না। ধন ধান্যে পুষ্পে ভরে থাকে দেশ। এতো জগতের সবাই জানে।

সুফলাং-এর জনসাধারণ পরম সুখে আছে।

*　　　*　　　*

সত্যবিকাশ সুফলাং রাজ্যের সরকারী কর্মচারী। তার ছিল ক্যামেরা হবি। ছবি তোলে। নানা খবরের কাগজে, নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে খবর পাঠায়, ছবি পাঠায়, এও তার হবি।

°　　　°　　　°

লোকে বলে, সুখে থাকলে কুঁড়ে হয়। অলসের রাজ্য বিদেশীরা শাসন করে। বিদেশী বণিক বাণিজ্য করতে এসে, তাই হলেন সুফলাং রাজ্যের রাজা।

ধন্য ধন্য পড়ে যায়! ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

°　　　°　　　°

টোমাডের বিড্যাসাগর বলিয়াছেন, "সডা সট্য কটা বলিবে।" হামি যাহা বলি টাহা সট্য। টোমরা টাহাই বলিবে, বিশাস করিবে। যাহা করি যাহা ডেখো উহা মিট্যা। উহা কখন বলিবে না, শিখিবে না। প্রচার করিবে না। বলিলে চাকরী খতম করিবে।"

কে একজন পিছন থেকে বলে, "মিথ্যা বলতে হবে সাহেব? "চোপ রও।" সাহেব গর্জন

Scanned with OKEN Scanner

করে ওঠে। হাতের দীর্ঘ চাবুক শূন্যে আছাড় খেয়ে শব্দ করে 'শপাং'। স্তব্ধ হয় সভা। যে যার কাজে চলে যায় নীরবে। কর্মচারীদের নিয়ে, সুফলাং রাজ্যের বিদেশী রাজার গোপন সভা।

০ ০ ০

রাজদ্রোহীতার অপরাধে সত্যবিকাশের চাকুরী গিয়াছে। সে এখন বেকার। রুক্ষ চুল, আধ ময়লা জামা কাপড়। যেন বিদ্রোহীর এক মূর্ত্তিমান বিগ্রহ! হাতে একখানা সংবাদ পত্র। সেখানা সকলকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমিও দেখলাম! প্রথম পৃষ্ঠায় মর্মান্তিক একখানি ছবি। ক্যাপসানে লেখা আছে "দুর্ভিক্ষের পরিণাম।" ফটো— 'সত্যবিকাশ'।

বিষয়ঃ পথের পাশে এক কঙ্কালসার মৃতা তরুণী। একটি এক বছরের জীবিত নির্জীব সন্তান মৃতা জননীর স্তনে মুখ দিয়ে—।

আমি চোখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম।

———

সব দেখাতে সঙ্গ দে

—নীহার রঞ্জন সিংহ

সব কিছু মা তুমি তারা, সব কিছু ওই বক্ষে বহ !
প্রণাম লহ প্রণাম লহ ।

রূপ যে মা তোর মহা অসীম ছড়িয়ে আছে অনন্তে,
সাত সুরে গান উঠেছে শুনি, দিক্ দিক্ দিক্ দিগন্তে।
ওগো তারা তারা মাগো প্রণাম লহো প্রণাম লহো ।

সৃষ্টি তব কম্পনে মা, সর্ব জীবন শৃঙ্গারে,
স্নান যে মা তোর সর্ব রসে আকাশ ধারার ভৃঙ্গারে ।
ওগো তারা তারা মাগো প্রণাম লহো প্রণাম লহো ।

পত্রে পুষ্পে ফলে বীজে তোর পূজা ভোগ অঞ্জলী
এর মাঝে মা কোথায় আমি, উঠছি ভেবে চঞ্চলী,
ওগো তারা তারা মাগো প্রণাম লহো প্রণাম লহো ।

সব রঙে আর রং বিহীনে নিত্য মা তোর রঙ্গ যে
সন্তানে তোর সব দেখাতে, আমায় মাগো সঙ্গ দে,
ওগো তারা তারা মাগো প্রণাম লহো প্রণাম লহো ।

তুই মা আমার সংগে আছিস

—নীহার রঞ্জন সিংহ

তুই মা আমার সংগে আছিস
আমার আবার কিসের ভয় ?
পঞ্চভুতে জীবন আমার
সর্বভুতেই তোর মা জয়

বিশ্ব নিখিল দুর্গা তারা
তোর করুণার ঝরছে ধারা
সেই করুণায় আমার আমি,
ওই চরণে নিত্য রয়।

সূর্য শশী গ্রহ তারা
অনন্ত সব ভূমণ্ডল,
সব যে তারা তোর লীলা মা
আমিই কি বাইরে বল ?

তোর চরণের ধুলি কোরে
কর মা খেলা আমার ধোরে
জীবন মরণ নিত্য খেলা
এর বেশী মা কিচ্ছু নয়।

Scanned with OKEN Scanner

আমার অহংকার

কাব্যপ্রাণ নীহার রঞ্জন সিংহ

দুর্গা—তারা-মহামায়া
ব্রহ্মময়ীর এ সংসার।
বিশ্ব মাতা আমার মাতা,
তাইতো আমার অহংকার।
আত্মীয় মোর বিশ্বভূবন
তাই নিয়ে মার এ সংসার
দুর্গা মায়ের এ সংসার।

মুগ্ধ মায়ার এই এ কায়া,
তুচ্ছ এতো ছায়ার ছায়া,—
ধুলির সাথেও হয় না কো তুল,
শূন্য মহা এর আকার।
শূন্য মায়ে মিশিয়ে রবো
এই তো আমার অহংকার।
মহামায়ার এ সংসার।

সবার সাথে এক নিগড়ে,
বেঁধে আমায় রাখেন ধরে,
বিপথ হতে আনেন টেনে,
মা নিয়েছেন আমার ভার
সবার সাথে আমি মায়ের,—
তাই তো আমার অহংকার।
তারা মায়ের এ সংসার।

মার চরণে, মায়ের কোলে,
জনম মরণ নিত্য দোলে,
সসীম আমি অসীম হবো,
অসীম সসীম বারম্বার
মা যে আমার অসীম সসীম
তাই তো আমার অহংকার
ব্রহ্মময়ীর এ সংসার।

———

Scanned with OKEN Scanner

সূর্য কলংক

কাব্যপ্রাণ নীহার রঞ্জন সিংহ

হে প্রখর তম রবি !
আলোয় তুমি ভরিয়ে দিয়েছ জগত
পৃথিবীর প্রাণ ধর্ম তোমার আগমনে
আজ উদ্‌ভাসিত হয়েছে।
হে দিবসের দ্বিপ্রহর,
তোমার আগমনে,
রং হীন প্রাণে লেগেছে রং,
সাত রঙা ইন্দ্রধনু
সে তোমার বিভুতি তোমার ঐশ্বর্য্য,
তোমাকে পেয়ে কে নয় উল্লসিত ?
কে নয় জাগ্রত চক্ষুষ্মান ?
বিটপীর সবুজ সমারোহ
তোমারি অকৃপন আয়োজন !
সাগরের বাষ্প রূপী বারিকণা
মেঘ রূপে ঝরণ ঝরিয়ে
তোমারি মহিমা করেছে প্রচার
ধরিত্রীর শষ্য শ্যামলিমায়।
হে সবিতা তোমায় প্রণাম করি !
তবু তোমার দিকে চেয়ে
পরক্ষণেই যখন চাই আমার গৃহকোণে,
নিভৃত নিরালায়
গুমরে ওঠে আমার অন্তর
বেদনা পাই এই প্রাণে।

জগতের সর্ব সত্ত্বার ঈশ্বর
অপরিমিত প্রাণ দান
ঘোষণা করছে যার কিরণের
প্রতিটি রেণু !
যার প্রাণ শক্তিতে
সব কিছু প্রাণবন্ত,
সে কেন কৃপণ !
তার দানশীল মুক্ত হস্ত
সংকুচিত কেন এখানে ?
বিশ্বের সর্বত্রগামী কিরণ অশ্ব হে রবি !
তুমি আমার গৃহ কোণে দেখেছ কি,
নীরবে দাঁড়িয়ে আছে
মূর্চ্ছাতুল নিতান্ত নিষ্প্রভ এক প্রদীপ !
দাতা তুমি
তোমার দানের নেই কোন সীমা
অকৃপণ তুমি
গ্রহে গ্রহে ঘোষিত হয় তোমার মহাদান
একি কলংক
তোমার প্রদীপ্ত নিষ্কলংক দানশীলতায়
দাতা তুমি
তুমি তো নও অপহারক।
অপহরণের জঘন্যতাকে
তুমি কেন দেবে আশ্রয় ?

Scanned with OKEN Scanner

প্রদীপের অভিযোগ শুনতে হবে তোমায়,
দুর্বলের প্রতি শক্তিমানে অত্যাচার
তোমায় করেছে কলংকে মহা অপরাধি।
তুমি হরণ করেছ তার আলো।
যখন তুমি ছিলে না,
তমিস্রা রজনীর প্রগাঢ় অন্ধকারে
সে ভাসিত করেছিল
সর্বশক্তি দিয়ে তার চতুর্দ্দিকে !
তার সেই ক্ষীণ শক্তিকে
অবহেলা করেনি কেউ।
তারা অভিনন্দন জানিয়েছিল তাকে ;
সে আপন প্রাণ শক্তি
নিঃশেষে শেষ করতে কুণ্ঠিত হয়নি।
আত্মত্যাগের মহামহিমাময় আলোকে,
তার শেষ প্রাণ-বিন্দুটুকু দিয়েও
বিভাসিত করতে চেয়েছিল
উদ্‌ভাসিত বিকাশিত করতে চেয়েছিল
তমসার নয়ন।
তুমি এসে তার হরণ করেছ
সেই আলোক সর্বস্ব।
তাকে নিষ্প্রভ করেছ,
করেছ তাকে নিষ্প্রাণ !

তুমি তোমার আপন প্রখরতার ঔদ্ধত্যে,
হয় তো দেবে না এর উত্তর !
অভিযোগ হবে নিষ্ফল
তবু জেনো সূর্য্য !
এক সময় তোমার সমস্ত শক্তি দিয়েও
তুমি পারবে না
করতে তোমার আত্মরক্ষা !
পৃথিবী তোমার দিকে পিছন ফিরবে,
চাইবে না তোমার ভাস্বর জ্যোতি,
সাদরে আমার গৃহকোণের প্রদীপকেই
নেবে সে বরণ করে !
চাইবে সে,
তার সামান্যতম আলোক বিচ্ছুরণ।
তাতেই সবাই হবে মুগ্ধ।
হে সূর্য্য, হে রবি, হে সবিতা
হে প্রদীপের দুর্ভাগ্যের বিধাতা
তোমার কলংকিত অনন্ত শক্তিকে
প্রণাম করি, প্রণাম করি,
বারবার প্রণাম করি।

———

Scanned with OKEN Scanner

নিত্য সত্য

কাব্যপ্রাণ নীহার রঞ্জন সিংহ

নিত্য কালের এই বাগিচায়
ফুলফোটে ফুল ঝরে
ছুদিন তরে বিলায় হাসি
প্রেমিক হৃদয় পরে।

ফুল ঝরে যায় ফুলের স্মৃতি
স্বপন হয়ে থাকে।
ছুদিন পরে সেই স্বপনও
আর না ছবি আঁকে !

নূতন নূতন কুসুম বুকে
নূতন নূতন অলি,
প্রেম পরাগের রং মাতনে
খেল্‌ছে রভস হোলি।

খেলার শেষে যায় যে ডুবে
কালের পারাবারে !
আবার সেথায় নূতন হাসে
যৌবন সম্ভারে।

ফুটা টুটার এই যে লীলা
নিত্য বলে জানি !
মলিন কভু হয় না ধরায়
ফুলের আনন খানি।

Scanned with OKEN Scanner

জন্মান্তরের বাণী

কাব্যপ্রাণ নীহার রঞ্জন সিংহ

শিশু আত্মা জন্ম নিলো,
কেঁদে ওঠলো তার কণ্ঠ !
ঐ ক্রন্দনের ভিতর থেকে
যে ধ্বনি ছড়িয়ে গেল আকাশে,
আর আমার মনে,
তাতে
সারা রাতের শেষে
প্রথম সূর্যের আবির্ভাবের কথা
ঘোষণা করলো।

সন্ধ্যা বেলায় সূর্যের মৃত্যু
উষায় তার পুনর্জীবন ;
জন্মান্তরের বাণী বহন করে আনে
ঐ শিশুর ক্রন্দন।

শিশু কেঁদে ওঠে ;
মনে পড়ে তার পূর্ব জন্ম !
তাই সেই ক্রন্দনের মাঝে আছে,
আর এক জন্মের হাসি !—
তার পুরানো পৃথিবীকে
ভালবাসার হাসি।
যেমন সূর্য হেসে ওঠে
শিশির ঝরা কান্নার ওপর
ঘাসে আর গাছের পাতায়।
আমরা অভিনন্দিত করি
শিশুকে আর প্রভাতের সূর্যকে।

সবিতা

কাব্যপ্রাণ নীহার রঞ্জন সিংহ

বেদন ভরা রাতের শেষে,
আলোর হাসি আনলো যে,
সহজ সুরের গানের মত
মোর সবিতা আসলো সে !

সবিতা গো তোমার পরশ,
জগত মনে জাগায় হরষ,
সারা রাতের দুখের কথা,
তোমার বুকে জাগলো যে।

তাই বুঝি বা তোমার হাসি,
স্নিগ্ধ এত, দুঃখ নাশি,
সবার প্রাণে ছড়িয়ে আলো
কতই অনুরাগলো যে।

মনের বনের মঞ্জুলিকা,
তোমার মনেই রইল লিখা,—
তোমার আলোয়, মুক্তা হলো,
নীহার কণা ; জানলো কে ?

Scanned with OKEN Scanner

একা

কাব্যপ্রাণ নীহার রঞ্জন সিংহ

চেয়ে দেখা,—
শুধু, চেয়ে দেখা!
দূর হতে মোর, চেয়ে দেখা
সবার মাঝারে আমি একা।

কোথা কত দূরে গ্রহে গ্রহ চায়,
রবি শশী কারে আলোক বিলায়,
আমি কবি, তারে দূর হতে আঁকি,
রহি একা!

কোন প্রিয় চায় অন্তর পুরে,
প্রিয়ারে তাহার মিলনের সুরে,—
আমি সেই সুরে দূর হতে গাহি
একা একা।

কুসুমে কুসুমে অলি গাহে গীতি,
বাতাসে বাতাসে ভালবাসা প্রীতি,
ছন্দের মালা গাঁথি দূর হতে
বসি একা।

যা কিছু ধরায় কাঁদে আর হাসে,
জাগরে স্বপনে যে সুরে যে ভাসে,
সবাকার সুরে আলপনা
রচি একা।

মোর নিরজন-গীতি গোপনিকা,
গেয়ে যায় প্রাণে কোন নিপুনিকা,
ছন্দিত সুরে মুগ্ধ হৃদয়ে
শুনি একা।

Scanned with OKEN Scanner

[কাব্যপ্রাণ নীহার রঞ্জন জীবনে বহু গল্প প্রবন্ধ সৃষ্টি করে গেছেন। 'মমোমর্মর' তাদেরই একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। স্বল্প পরিসর জায়গায় অপ্রকাশিতদের স্থান সংকুলান অসম্ভব। যদিও প্রত্যেকটি গল্পই স্বয়ং সম্পূর্ণ তথাপি একটি বা দুটি গল্প পড়ে পাঠক কাব্যপ্রাণের গল্পের আসল রস উপলব্ধি করতে পারবেন না। তাই এখানে কাব্যপ্রাণের শেষ জীবনের খাতা থেকে আর একটি মিনি গল্প তুলে দিলাম।] —সুচিন সিংহ

স্বর্গরাজ্যে

ঝাঁজ মিয়ানো অনেক দিনের কথা। গল্প নয় ঘটনা। তবে পুরানো দিনের কাহিনীই গল্প হয়। তাই বলছি।

'গ্রুম'! আকাশ বাতাস মুহূর্তে কেঁপে উঠলো। কয়েকজন কিশোর যুবক ছত্র ভঙ্গ হয়ে দু মাইল ব্যাপী টানা জঙ্গলে মিশিয়ে গেল।

আলোকের আশায় ওরা অন্ধকার ভেদ করছে। হানা দিয়ে চলছে।

* * *

নাটুদহ গ্রামের কিশোরী মেয়ে শিবানী আর কিশোর যুবা চন্দ্রনাথ। নাটুদহ ভিন্ন রাজ্যের প্রান্তিক গ্রাম।

—আমরা আজই চাঁদের আলোয় আলোয় জঙ্গল দিয়ে পালাবো। রাজি? বলে চন্দ্রনাথ।

—রাজি। এক সঙ্গে যাবো না, ওরা পেছু নেবে। ওই রাজ্যে গিয়ে পড়লে, আর কোনো ভয় নেই।

—বেশ, তুই এগিয়ে যা। আমরা পাঁচ ছয় জন পেছে পেছে যাচ্ছি। তুই গোচে বর্ডার পেরিয়ে রানাবন্ধের পথে দাঁড়াবি।

—বেশ। আমি বনের পা চলা পথ চিনি।

—খুব সাবধান। বনের গা ঘেঁসে বর্ডার লাইন। মিলিটারীর আড্ডা। ওইটুকু গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বুঝলি?

—ঠিক আছে, তোমরা দেরী করো না।

ওরা সতর্ক মুহূর্তে একবার দুজনে জড়িয়ে ধরলো। চুমা খেলো। শিবানী আঁচলে চোখ মুছলো। আর কোনো কথা নয়। দুজনে দুদিকে—চোখের বাইরে।

অন্ধকারের রাজ্য থেকে আলোকের রাজ্য ওরা যাবেই। চন্দ্রনাথ গুঁড়ি মেরে জঙ্গল ভেদ কোরে রানাবন্ধের দিকে চলে। সঙ্গীরা অন্যদিকে হারিয়ে গিয়েছে। মনে তার হাজার আশা। আলোকের রাজ্যে এসে ও আর শিবানী চাপড়া গঞ্জে ঘর বাঁধবে। সেখানে পাবে আত্মীয় স্বজন, শিবানীও পাবে তার আপন জন। সত্যিকারের স্বাধীন স্বর্গে ওরা আনন্দেই থাকবে চিরদিন।

ও একবার কিসের শব্দে সন্দিগ্ধ মনে মনে পিছনে ফিরে দেখে। না, কিছু নয়। একটা ষাঁড় শুক্‌না পাতার ওপর দিয়ে খস্ খস্ শব্দে চলে গেলো। আর কয়েক হাত গেলেই জঙ্গল শেষ হবে। বর্ডার ও হবে শেষ।

গ্রুম! গ্রুম! সচকিত হয়ে উঠলো বন প্রান্তর। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। একটা মৃত্যু কাতর নারী কণ্ঠ ধ্বনি। "মা-গো"। সব চুপ।

শব্দ ভেদী বানের মতো ছুটে এলো চন্দ্রনাথ সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে।

ঠিক যেখানে বর্ডার লাইন শেষ হচ্ছে, সেইখানে তখনও মৃত্যু যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করছে শিবানী। অতি কষ্টে সে বলার চেষ্টা করলো।

—"চন্দ্রনাথ, তুমি এসেছ! আমার স্বর্গরাজ্যে যাওয়া হলো না"।

চন্দ্রনাথের চোখে জল নেই। সে শিবানীর দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে এগিয়ে চল্‌লো স্বর্গ-রাজ্যের পথে! মুখে শুধু বলতে থাকে বারে বারে;

—শিবানী! আমার শিবানী! ঘুমিও না, ওঠো, আমরা যে এসে পড়েছি স্বর্গরাজ্যে! শিবানী আমার শিবানী।

———

Scanned with OKEN Scanner

কাব্যপ্রাণ শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ মহাশয়ের ৭২তম

জন্মতিথি উপলক্ষে

শ্রদ্ধাভিনন্দন

হে কবি !

তোমার কাব্যপ্রতিভার পুষ্প সৌরভাস
আকাশ বাতাস আমোদিত
করিয়াছে।
তোমার কাব্যধারায় অবগাহণ করিয়া
ধন্য হইয়াছে।
তুমি আমাদের নমস্য।
তোমার সাহিত্য সৃষ্টি এক নূতন আলোকের
সন্ধান দিয়াছে।
তোমার সম্পাদনায় তাম্বুলি পত্রিকা ও
তাম্বুলি হিতৈষী এ জাতির ইতিহাসে
আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। তোমার যৌবনের
"বাঁশরী" আজও আমাদের কাণে ধ্বনিতেছে।
বাণী অর্চনায় তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ
করিয়াছ। তাই তুমি বাণীর বরপুত্র। তুমি
আমাদের চারণকবি। তোমার জন্মোৎসবে
আমরা তোমাকে জানাই শ্রদ্ধাভিনন্দন। তুমি
শতায়ু হ'য়ে দিগভালে বিরাজ
করো !
ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

★ ★

ইতি

তাম্বুলি মহাসম্মেলন
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ সাল

তোমার স্বজাতি
ভ্রাতা ও ভগিনীগণ

কবির ৭২তম জন্মতিথিতে তাম্বুলি মহাসম্মেলন কর্তৃক প্রদত্ত শ্রদ্ধাভিনন্দনের অনুলিপি।

Scanned with OKEN Scanner

কাব্য-প্রাণ স্মরণে

—ডাঃ বিষ্ণুপদ নন্দী

গত ২৭শে ফাল্গুন, কাব্যপ্রাণ শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ মহাশয় মহাপ্রয়াণে গমন করিয়াছেন। তাঁর তিরোধানে বাংলার কাব্যাকাশ হইতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের বিলোপ ঘটিল। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক এবং সমাজসেবী ছিলেন।

তাঁহার কাব্য ধারা সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাঙালী জীবনকে সুধারসে সিঞ্চিত করিয়াছে। চারদশক আগে তিনি যে মোহন 'বাঁশরী' বাজাইয়াছিলেন তাহার সুর আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আজিও বাজিতেছে। তাঁহার লেখনীর ঝরণা ধারায় উৎসারিত হয়েছে মানুষের মনের কথা, অন্তরের বেদনা, হৃদয়ের ঔদার্যবাণী। বাতাসের সুরে যে অমৃত সঙ্গীত ঝংকৃত হয় সেই গীতির রেশ তিনি ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন ছন্দে ছন্দে, গানে গানে। তাঁহার মনোমুকুরে প্রকৃতির লীলা-খেলার যে ছায়াপাত হইয়াছিল, তাহাকে মূর্ত্ত করে তিনি তুলেছেন তাঁহার 'সূর্য্যস্নান', 'ভালোবাসা', 'মনোমর্ম্মর', 'রূপায়ন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে। জনচিত্তকে মধুর কাব্যরসে প্লাবিত করে তিনি চলে গেছেন অমৃতলোকে। প্রকৃতির মর্ম্মরধ্বনি তাঁহার প্রাণে যে সুর বাজিয়েছিল, বিহঙ্গের কলকাকলি তাঁহার চেতনায় যে ছন্দ তুলেছিল, কুসুমের সৌন্দর্যরাশি তাঁহার মনে যে রঙ ধরিয়েছিল, তাহারই প্রকাশ প্রতিফলিত হইয়াছে তাঁহার কাব্য ধারায়। তাঁহার লেখনীতে ফুটে উঠেছে অরূপের মহিমা। আকাশবাণী হতে প্রচারিত তাঁহার কণ্ঠে তাঁহার স্বরচিত কবিতার সুর ছন্দ লালিত্য সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাবিদ জনগণকে মুগ্ধ করেছে বারে বারে।

শৈশব হইতেই নীহাররঞ্জনের কাব্য প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায়। এগার বৎসর বয়সেই তাঁহার লেখনী হইতে উৎসারিত হয়েছিল—

'দিনের কাজ করি সমাপন
অস্ত গেলেন রবি
এমন কালে গিয়ে দেখি মাঠে
সে কি অপূর্ব ছবি।'

দেওঘরে পাঠ্যাবস্থায় 'তাম্বুলি পত্রিকায়' তাঁহার প্রথম কবিতা 'বৈদ্যনাথ ধাম' প্রকাশিত হয়। ইহার পর বহু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় তাঁহার কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ প্রকাশিক হয়।

Scanned with OKEN Scanner

আঠার বৎসরব য়সে তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'রেণুকা' এবং নাটক 'পছন্দ' প্রকাশিত হয়। বিশ বৎসর বয়সে কলিকাতা হইতে তাঁহার সম্পাদিত 'বাঁশরী' সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতেই তিনি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, সাহিত্যিক জলধর সেন প্রভৃতি মনীষীর সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত সর্বজন প্রশংসিত কাব্যগ্রন্থ 'রূপায়ণ' বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'রেণুকা', 'গুঞ্জমালা', 'তৃষিততর্পণ', 'কল্লোলোক', 'পল্লীমেয়ে', 'মর্ম্মগীতি', 'ফুল বাগিচা', 'সুরঝারি', 'কালের বাঁশি', 'বাদল বীণা', 'চুম্বন রাগ', 'অনুকা', গাথাগুচ্ছ 'ত্রিবীণা', 'অনুরাগ', 'পল্লীবধূ', 'হামার ভাঙা বিল', 'বারদোল', নাটক : 'উপনিবেশে হিন্দু', 'অত্যাচারের চাপে', 'পছন্দ', 'লক্ষ্মীশ্রী', 'রাজদ্রোহী', 'দুর্গেশ নন্দিনী', (বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ) 'দেবাদেশ', 'শিবরাত্রি', 'মরণে জীবন', 'অযোধ্যার অন্তঃপুর', 'ডিণ্ডিমের ডঙ্কনাদ,', 'সঙ্কটে প্রাণ', 'প্রেমের ঝলক', 'সধবার বিয়ে', 'দোলন', 'সুরের খেলা', গল্পগ্রন্থ : 'উজান', 'রক্তজবা' প্রভৃতি তাঁহাকে সাহিত্যিক গোষ্ঠিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুপরিচিত করিয়াছে।

বহু সংস্থা হইতে তিনি অজস্র সংবর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন। কবির ৬৭তম জন্মতিথিতে কলিকাতাস্থ 'বঙ্গীয় কবি পরিষদ' শঙ্খধ্বনি নিনাদিত, উলুধ্বনি মুখরিত পুষ্পস্তবকে সুসজ্জিত এক সমারোহপূর্ণ উৎসবে কাব্যপ্রাণ নীহাররঞ্জন সিংহকে শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানান। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রবীণ কবি শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ও পৌরহিত্য করেন কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য আর কবিকে মানপত্র প্রদান করেন উক্ত সংস্থার পক্ষ হইতে কবিকঙ্কণ শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের সৌভাগ্য যে গত বৎসর কবির ৭২তম জন্মতিথিতে আমরাও কবিকে শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানাতে পেরেছি। মহাসম্মেলনের প্রদত্ত মানপত্র গ্রহণ করিয়া কবি আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। কবির চরণে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম—

হে অমর কবি
তুমি যা দিয়েছ, তুলনা নাহিক তার
ধন্য আমরা
পেয়েছিনু তোমারে মোদের মাঝে সবাকার

Scanned with OKEN Scanner

কবি সম্বর্দ্ধনা

—সূর্য্যকিশোর সেন

বিগত ১৮ই ডিসেম্বর (বঙ্গাব্দ ২রা পৌষ, ১৩৭২) শনিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় বঙ্গীয় কবি পরিষদের কার্য্যালয় গৃহ কলিকাতাস্থ ৩৫নং ব্যারিষ্টার পি. মিত্র রোডে ধূপ ধূনায় সৌরভিত শঙ্খধ্বনি নিনাদিত উলুধ্বনি মুখরিত সমারোহ পূর্ণ উৎসবে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয় কাব্যপ্রাণ কবি শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহকে। উপলক্ষ্য কবির ৬৭ তম জন্মদিবস। উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রবীণ কবি শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ও পৌরহিত্য করেন কবি শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য। উৎসবে শতাধিক প্রখ্যাত কবি এবং সাহিত্যিক অংশ গ্রহণ করেন।

আমাদের কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় নীহার বাবুর এই সার্থকতায় হর্ষ প্রকাশ করা হয়। সভা নীহার বাবুর কাব্য সাধনার বিষয় আলোচনা করে ও তাঁর শতায়ু কামনা করে। সভা সংবাদটি হিতৈষী মাধ্যমে সকল জাতি গোচরে আনয়নের পরামর্শও দেয়।

নীহারবাবু তাম্বুলি মহাসম্মেলনের একজন প্রবীণ সক্রিয় সদস্য। বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকিয়া তিনি মহাসম্মেলনের মাধ্যমে স্বজাতি সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইতিপূর্বে তাঁর হিতৈষী সম্পাদনার কাজ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে তিনি মহাসম্মেলনের একজন যুগ্ম সম্পাদক।

তিনি ১৩০৬ সালে ৩রা পৌষ রবিবার ইংরাজী ১৮ই ডিসেম্বর ১৮৯৯ সালে নদীয়া জেলায় বোয়ালমারী গ্রামে (বর্ত্তমান বাংলাদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। তরুন বয়সেই তিনি কাব্যসাধনায় ব্রতী হন। অদ্যাবধি প্রায় দশ হাজার কবিতা ও গান, বহু গল্প, নাটক প্রভৃতি তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁর রচনা সূর্যস্নান (কাব্য), মনোমর্ম্মর (গল্প), রূপায়ণ (কাব্য), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (চিত্র নাটক), উপনিবেশে হিন্দু (নাটক), ভারতপথে (ভ্রমণ), ভালবাসা (কাব্য) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যকর্ম ছাড়াও তিনি সকলরকম জনহিতকর কাজে নিজেকে সদা ব্রতী রাখেন। যেমন—কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন সেক্রেটারী, নদীয়া রেডক্রসের প্রাক্তন সেক্রেটারী, নাটুদহ রাধা-রানী ইনিষ্টিটিউটের ও কৃষ্ণনগর এ. ভি. উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সেক্রেটারী, বাণী পরিষদ ও সেতু সাহিত্য সংস্থার বর্ত্তমান সভাপতি, সাহিত্য সঙ্গীতী ও নদীয়া জেলা মুদ্রক সমিতির বর্ত্তমান সম্পাদক রূপে তাঁকে দেখা যায়।

[বৈশাখ—আষাড় ১৩৭৩ সাল ৭ম বর্ষ প্রথম বর্ষ তাম্বুলি হিতৈষী হইতে সংকলিত]

Scanned with OKEN Scanner